সূচিপত্র

কিছু কথা ¦ ৯
যিকিরের গুরুত্ব ও ফযিলত ¦ ৯
যিকির শব্দের অর্থ ¦ ১৫
আমলের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতার গুরুত্ব ¦ ১৫
অনিয়মতান্ত্রিকতা ইবাদাত হতে বিমুখ হওয়ার নামান্তর ¦ ১৭
ফজর ও মাগরিবের পর করণীয় আমলসমূহ ¦ ২০
আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে ¦ ২০
সূরা মুমিনের শুরু থেকে প্রথম তিন আয়াত পাঠ করবে ¦ ২১
সূরা রুমের ১৭-১৯ নং আয়াত পাঠ করবে ¦ ২২
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে ¦ ২৪
তিনবার সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত পাঠ করবে ¦ ২৬
ফজর ও মাগরিবের পর সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস তিনবার করে পাঠ করবে ¦ ২৮
সাত বার সূরা তাওবার শেষ অংশ পাঠ করবে ¦ ২৯
ফজর ও মাগরিবের পর নিজ স্থানে বসে দুনিয়াবী কথা বলার পূর্বে ১০বার পড়বে ¦ ৩০
ফজর ও মাগরিবের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে ৭বার اللَّهُمَّ أَجِرْنِي.... الخ পড়বে ¦ ৩১
ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার رضيت بالله... পড়বে ¦ ৩২

তিনবার بسم الله الذي... الخ পড়বে ¦ ৩৩
তিনবার أعوذ بكلمات الله... الخ পড়বে ¦ ৩৪
একবার সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার পড়বে ¦ ৩৫
একবার দুআয়ে আবুদ্দারদা রাযি. পাঠ করবে ¦ ৩৬
একটি হিদায়াত ¦ ৩৯
ফরয ও নফল নামাযের পর করণীয় সংক্ষিপ্ত আমল ¦ ৪১
তিনবার أَسْتَغْفِرُ الله পড়বে ¦ ৪১
অতঃপর একবার اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ... الخ পড়বে ¦ ৪১
একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে ¦ ৪২
কমপক্ষে ১০০বার তিন তাসবীহ পড়বে ¦ ৪৩
একবার করে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়বে ¦ ৪৫
আমল শেষে মুনাজাত করবে ¦ ৪৫
মুনাজাতের জন্য কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কিছু দুআ ¦ ৪৬
দুআ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিশিষ্ট ¦ ৫৬
দুআ সকল ইবাদতের সার বস্তু ¦ ৫৬
মানুষের কাছে চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ¦ ৫৮
দুআর দ্বারা তাকদীরের পরিবর্তন ঘটে ¦ ৬০
দুআ কবুলের মৌলিক কিছু শর্ত ¦ ৬১
দুআ কবুলের প্রধান দুটি শর্ত ¦ ৬২
তাওহীদ ও ইখলাস ¦ ৬২
হালাল রিযিক ¦ ৬৩
দুআর আদবসমূহ ¦ ৬৫

অজু অবস্থায় দুআ করা ¦ ৬৫
কেবলামুখী হয়ে দুআ করা ¦ ৬৬
উভয় হাত উঠিয়ে দুআ করা ¦ ৬৬
উভয় হাত সিনা বরাবর সামনে রাখা ¦ ৬৭
হামদ ও দুরূদের মাধ্যমে দুআ শুরু এবং দুরূদ ও সালামের মাধ্যমে দুআ শেষ করা ¦ ৬৭
দুআর বিষয়বস্তুকে দৃঢ়তার সাথে চাওয়া ¦ ৬৮
অন্তর উপস্থিত রেখে কবুলের দৃঢ় বিশ্বাস রেখে বিনীতভাবে দুআ করা ¦ ৬৮
আকুতি-মিনতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিষয় বারবার চাওয়া ¦ ৬৯
নেক আমলের উসিলা পেশ করে দুআ করা ¦ ৬৯
৯৯টি নামের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করে দুআ করা ¦ ৭০
দুআতে এমন বাক্য বলা যা ব্যাপক অর্থবোধক ¦ ৭১
দুআ শেষে দু-হাত দ্বারা মুখ মুছে নেওয়া ¦ ৭১
দুআর ক্ষেত্রে বর্জনীয় বিষয়সমূহ ¦ ৭২
দুআ কবুলের জন্য তাড়াহুড়া করা ¦ ৭২
কৃত্রিমভাবে ছন্দ মিলিয়ে কিংবা উচ্চস্বরে দুআ করা ¦ ৭২
দুআর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ¦ ৭৪
দুআ কবুলের বিশেষ কিছু সময় ¦ ৭৬
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ¦ ৭৭
রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ¦ ৭৮
আযানের সময়ে ¦ ৭৯

আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে ¦ ৭৯
ইকামাতের সময়ে ¦ ৮০
সিজদারত অবস্থায় ¦ ৮০
প্রতিরাতের একটি সময়ে ¦ ৮০
জুমআর দিন যে-কোনো সময়ে ¦ ৮১
যোহরের পূর্বে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর ¦ ৮২
লাইলাতুল কদরে ¦ ৮২
রমযান মাসে ¦ ৮৩
যমযম পানি পান করার সময় ¦ ৮৩
বৃষ্টির সময়ে ¦ ৮৩
যুদ্ধের কাতারে ¦ ৮৪
মোরগ ডাকলে ¦ ৮৪
দুআ কবুলের কিছু বিশেষ স্থান ¦ ৮৫
যাদের দুআ অতিদ্রুত কবুল হয় ¦ ৯১
দুআ কবুল হওয়ার বিশেষ কিছু আমল ¦ ৯৪

কিছু কথা

যিকিরের গুরুত্ব ও ফযিলত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহর্নিশ তাঁর বান্দাদেরকে অফুরন্ত নেয়ামতে ডুবিয়ে রেখেছেন। এসকল নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য বান্দাকে আল্লাহর দরবারে কোনো দরখাস্ত করতে হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা নিজেই ভালোবেসে সৃষ্টিজগতের তামাম মাখলুককে তাঁর বান্দার কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এরপরও মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে উদাসীন। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ দুনিয়াবী ক্ষেত্রে তার উপরস্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেবল রুজি-রুটির আশায় এত বেশি স্মরণ করে যে, তাকে স্মরণ করতে গিয়ে আপন সৃষ্টিকর্তাকেই ভুলে যায়।

অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলার স্মরণই আমাদের দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ...

> 'তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।'[১]

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

> 'যমীনের সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার ওপর।'[২]

যিকিরের একটি অন্যতম প্রভাব হলো, এর মাধ্যমে বান্দার অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বাত পয়দা হয় এবং এর মাধ্যমে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং হুকুম-আহকাম মানা সম্ভব হয়। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর স্মরণে আমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে। আর প্রশান্ত মনের অধিকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রেখে তাঁর দেয়া হুকুম-

---

[১] সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৫২
[২] সূরা হুদ, আয়াত : ০৬

আহকাম মেনে চলা সহজ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

> 'জেনে রাখো! আল্লাহর যিকিরের দ্বারা অন্তর শান্তি লাভ করে'।[৩]

কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে যিকিরের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

> 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ পাঠ করো'।[৪]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

---

[৩] সূরা রা'আদ, আয়াত : ২৮

[৪] সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১, ৪২

> 'অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও অধিক যিকিরকারী নারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।'[৫]

অপর এক আয়াতে জ্ঞানীদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ.

> 'জ্ঞানী হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায়' ।[৬]

ইমাম কুরতুবী রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন– আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে অসংখ্য নেআমতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। এ কারণে তাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে তাঁর শোকর ও যিকির করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে যদিও বান্দার প্রতি রহম করে আল্লাহ তাআলা কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেননি; অর্থাৎ যিকিরের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিমাণ ফরয বা ওয়াজিব হিসেবে নির্ধারণ করে দেননি। তবে আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন ব্যক্তির কোনো ওজর-আপত্তিও গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[৫] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৫

[৬] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৯১

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ইরশাদ করেন, আল্লাহর যিকির ত্যাগ করার ক্ষেত্রে কোনো সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।[৭]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার যিকির তোমরা এত বেশি পরিমাণে করো যে, মানুষ তোমায় উন্মাদ বলে।[৮]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ তাআলার যিকির এমন ভাবে করো যাতে মুনাফিকরা দেখে মন্তব্য করে যে, তোমরা লোক দেখানোর জন্য করছ।[৯]

যিকিরে অভ্যস্ত ব্যক্তি আর যিকির থেকে গাফেল ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আর মৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন।[১০]

যিকিররত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু

---

[৭] তাফসীরে কুরতুবী : ১৪/১৯৭
[৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১১৬৫৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৮১৭
[৯] জামেউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/৫১৩
[১০] সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৪০৭

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কওম বা জাতি বসে আল্লাহর যিকির করে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে এবং তাদের ওপর সাকীনা নামক বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন।[১১]

এ ছাড়া আরো অগণিত হাদীস দ্বারা যিকিরের গুরুত্ব বুঝে আসে। তাই একজন মুমিনের জন্য সর্বদা যিকিরের সাথে থাকা আবশ্যক।

এক হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ওপর তো ইসলামের (নফল) বিধি-বিধান অনেক রয়েছে, অতএব আমাদেরকে এমন কোনো আমল বলে দিন যেটা আমরা আঁকড়ে ধরব। (অর্থাৎ ইসলামের বিধানাবলী বিস্তৃত হওয়ায় সবগুলোর প্রতি সমান ভাবে গুরুত্বারোপ করা সম্ভব হয় না, তাই এমন একটা আমল বলেন যেটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকির দ্বারা সতেজ রাখো।[১২]

---

[১১] সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭০০

[১২] জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৩৭৫

যিকির শব্দের অর্থ

যিকির-এর শাব্দিক অর্থ 'স্মরণ করা'। কিন্তু পরিভাষায় এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে সকল প্রকার ইবাদত তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কুরআন তেলাওয়াত, দুআ, তাসবীহ, তাহমীদ এবং ওয়ায-নসীহত ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। তবে যিকির শব্দটি সাধারণত প্রয়োগ হয় কুরআন তিলাওয়াত, তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা), তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা), তাকবীর (আল্লাহর বড়ত্ব) তাউহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), ইত্যাদির ওপর।

বক্ষ্যমাণ কিতাবে আমরা সহজে আমলের জন্য সীমিত পরিসরে হাদীসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার কিছু যিকির উল্লেখ করব। সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য এ সকল আমলের মাধ্যমে আমরা কুরআন সুন্নাহ'য় যিকিরের বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী হব, ইনশাআল্লাহ।

আমলের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতার গুরুত্ব

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। সে সময়ে একজন মহিলা তাঁর ঘরে উপস্থিত ছিল। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, এই মহিলাটি কে? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, অমুক মহিলা, যে সারারাত নামায পড়ে কাটায়।

নবীজি বললেন, এটা আবার কেমন কথা! (অর্থাৎ এটা কোনো প্রশংসার কাজ নয় যে, তুমি শুনে এ ধরনের কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে।) তোমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে ততটুকু আমল যা তোমাদের সাধ্যে কুলায়। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হবেন না অথচ তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় দ্বীন হচ্ছে এমন আমল, যার ওপর আমলকারী নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখে।[১৩]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, আমলের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই হচ্ছে মূল বিষয়। কারণ, মানুষ যখন কোনো আমলের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, তখন সেটার পরিমাণ বাহ্যত কম হলেও পরিণামে বিরাট সুফল বয়ে আনে। পানির বিন্দু যদি ফোঁটায় ফোঁটায় ধারাবাহিকভাবে কোনো পাথরের ওপর ঝরতে থাকে, তাহলে সেটাও একসময় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ঠিক তেমনি কেউ কোনো ছোট আমলের ওপর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ফলে স্থায়ী নেকির অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

এ বিষয়ে ইমাম নববী রহ. বলেন, অল্প আমলের ওপর ধারাবাহিকতা আল্লাহর আনুগত্য তথা যিকির, মুরাক্বাবা, ইখলাস এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশকে স্থায়ী করে।

---

[১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৩

পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক অল্প আমল অনিয়মিত অধিক আমলের চেয়ে বেশি সুফল বয়ে আনে এবং তা অনিয়মিত আমলের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।[১৪]

অনিয়মতান্ত্রিকতা ইবাদাত হতে বিমুখ হওয়ার নামান্তর

যেমনিভাবে আমলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, ঠিক তেমনি কোনো আমলের প্রতি মনোনিবেশ করে পরবর্তীকালে তা বর্জন করা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। কারণ এটা আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখতার নামান্তর। এ কারণেই ওই ব্যক্তি যে কুরআন পড়ে ভুলে যায়, তার ব্যাপারে হাদীসে সতর্কবাণী এসেছে।

বান্দা যখন আল্লাহর কাছে কোনো আমল পেশ করে, আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার কাছে অনুরূপ আমল পুনরায় আশা করেন। যেমন এক হাদীসে এসেছে, হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসর নামাযের পর দুই রাকাআত নামায আদায় করেন এবং বলেন, আব্দে ক্বায়েস গোত্রের লোকদের সাথে ব্যস্ততায় ছিলাম, তাই যোহর নামায পরবর্তী দুই রাকাআত সুন্নত

[১৪] আলমিনহাজ লিন নববী : ৬/৭১

আদায় করতে পারিনি (সেই নামাযের পরিবর্তে এখন নামায আদায় করে নিলাম)।[১৫]

আরেক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবীজি আমার ঘরে কোনোদিন আসর নামায পরবর্তী দুই রাকাআত নফল ছাড়েন নাই।

অথচ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আসর নামাযের পর নফল নামায পড়া নিষেধ। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[১৬]

এসব হাদীসকে সামনে রেখে অনেক মুহাদ্দিসগণ এই হেকমত বর্ণনা করেছেন যে, নবীজি প্রথম দিন যখন কারণবশত যোহরের সুন্নাত পড়তে না পেরে আসরের পর তা আদায় করলেন, পরবর্তীতে এই আমলকে নিয়মিতভাবে পালন করলেন এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা পরবর্তী দিনেও ওই সময়ে তাঁর হাবীবের নামাযের অপেক্ষায় থাকবেন। যেমন নাকি প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের কাছে কোনোদিন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হলে পরবর্তী দিনের ওই সময়ে প্রেমাস্পদ তার প্রেমিকের অপেক্ষায় থাকে। তদ্রূপ নবীজি যিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি, যখন তিনি তাঁর

---

[১৫] সহীহ বুখারী, হাদীস : ১/১২১
[১৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮২৫

মাহবুবের কাছে একদা ভিন্ন সময়ে হাজির হয়েছেন তো আল্লাহ তাআলা পরবর্তী দিনেও তাঁর হাবীব থেকে তা কামনা করেছেন।

আসরের পর সুন্নাত নামায পড়ার বিষয়টা যদিও তাজেদারে মাদিনা সারকারে দো-আলম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত বিষয়। তবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য এ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে আমলে নিয়মতান্ত্রিকতার বিষয়টি স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার তাওফীক দান করুন, আমীন।